[২০১৯] ৮ এস. সি. আর. ৯২৭

ভাসাবি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অভিভাবক সমিতি

বনাম

তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা

(২০১৯ সালের ৫১৩৩ নং দেওয়ানি আপিল)

১ জুলাই, ২০১৯ ২

[অরুণ মিশ্রা এবং নাভিন সিনহা, বিচারপতিদ্বয়]

তেলেঙ্গানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভর্তি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যাপিটেশন ফি নিষিদ্ধকরণ) আইন, ১৯৮৩ - ধারা ১৫ - এর সহ পঠিত .ধারা . ৩ এবং ৭ - তেলেঙ্গানা ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রক কমিটি (বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদত্ত পেশাদার কোর্সগুলির জন্য) বিধি, ২০০৬ - বিধি ৩ এবং ৪ (v)- তেলেঙ্গানা ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রক কমিটি (টি. এ. এফ. আর. সি) ৪ (v) রাজ্য সরকারকে প্রজ্ঞাপনের জন্য তার দ্বারা নির্ধারিত ফি কাঠামো জানিয়েছিল-বি. ই এবং বি-এর জন্য অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে ফি কাঠামো অবহিত করা হয়েছিল-

২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ সালের ব্লক পিরিয়ডের জন্য বি.ই. এবং বি.টেক কোর্সের জন্য ফি কাঠামো অবহিত করা হয়েছে- উক্ত ফি কাঠামোকে বিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি হাইকোর্টে বিরোধিতা করেছিল - হাইকোর্টের একক বিচারক বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য টিএএফআরসি-র কাছে প্রেরণ করেছিলেন- এর পরিপ্রেক্ষিতে,

কমিটি কিছু বর্ধিতকরণ মঞ্জুর করেছিল, তবে, এটিকে আবার বিরোধিতা করা হয়েছিল -এরপরে, হাইকোর্ট 'ব্লক পিরিয়ডের জন্য ফি কাঠামোটি পুনরায় নির্ধারণ করেছিল-ক্ষুব্ধ, রাজ্য এবং ফি নিয়ন্ত্রক কমিটি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে ব্যর্থভাবে আক্রমণ করেছিল-আপিলে সিদ্ধান্ত হয়েছিলঃ বিচারিক পর্যালোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটির বিরুদ্ধে এবং সিদ্ধান্তের গুণাবলীর বিরুদ্ধে নয় - যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করে- যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ক্ষমতা অপরিসীম হয়, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু বিবেচনা করা হয় বা প্রাসঙ্গিক উপকরণ বাদ দেওয়া হয়, ব্যক্তির পিছনের পিছনের উপাদানগুলি প্রভাবিত হওয়ার জন্য স্বীকার করা হয় বা এমন পরিস্থিতিতে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি এই জাতীয় সিদ্ধান্ত নেননি, আদালত এই জাতীয় সিদ্ধান্তকে বাতিল করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে আইন অনুসারে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে ত্রুটি সংশোধন করতে পদক্ষেপ নিতে পারে-তবে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আড়ালে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর এখতিয়ার দখল করতে পারে না এবং সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে না-এটি টিএএফআরসি-র আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারে না-উপরন্তু, টিএএফআরসি একটি সংবিধিবদ্ধ

সংস্থা যার নেতৃত্বে একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট বিচারক, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে দুজন অর্থ খাতের, যার মধ্যে একজন সরকারের -আদালতকে কোনও বিশেষজ্ঞ সংস্থার সুপারিশগুলিতে হস্তক্ষেপ করা এড়াতে হবে, যা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়, যদি না এটি স্বেচ্ছাচারিতা, অযৌক্তিকতা, বিকৃতি বা যে আইনের অধীনে এটি গঠিত হয়েছিল তার কোনও বিধান লঙ্ঘন করে- তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, উপলব্ধ নথি থেকে প্রদর্শিত হিসাবে হাইকোর্টের দ্বারা নির্ধারিত কোনও ভিত্তিই ব্যতিক্রমী মামলা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না ১০ হাইকোর্টের দ্বারা টিএএফআরসি-র সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার দখলের ওয়ারেন্ট-এইভাবে, হাইকোর্ট সি ' এর সুপারিশে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে- টি. এ. এফ. আর. সি-হাইকোর্টের আদেশগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে-বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১. বিতর্কের মূল বিষয় হল বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তেলেঙ্গানা ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রক কমিটি (টি. এ. এফ. আর. সি) দ্বারা ফি কাঠামো নির্ধারণের বিষয়টি আদালত কতদূর পর্যন্ত পরীক্ষা করতে পারে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। টি. এ. এফ. আর. সি, হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে দুটি অর্থ ক্ষেত্রের, যার মধ্যে একটি সরকারের। তেলেঙ্গানা ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রক কমিটির বিধি (vii) (বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদত্ত পেশাদার কোর্সগুলির জন্য) বিধি, ২০০৬ টি. এ. এফ. আর. সি-কে সরকার কর্তৃক অবহিত প্রবিধান অনুসারে তার নিজস্ব পদ্ধতি তৈরি করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং সেই অনুসারে ফি নির্ধারণের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। টি. এ. এফ. আর. সি-এর সুপারিশগুলি একটি আধা বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ, এটি নিঃসন্দেহে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে আদালতের এখতিয়ারের জন্য দায়বদ্ধ হবে, যাতে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে জি-যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্যতা এবং আইনের আনুগত্যের সাংবিধানিক নীতিগুলির প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করা যায়।

২. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, যা সর্বজনবিদিত, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং সিদ্ধান্তের গুণাবলীর বিরুদ্ধে নয়। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি লঙ্ঘনের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ হয়,

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অপ্রাসঙ্গিক উপকরণ বিবেচনা করে - অথবা প্রাসঙ্গিক উপকরণ বাদ দেয়, ব্যক্তির পিছনের উপকরণগুলিকে প্রভাবিত হতে স্বীকার করে - অথবা এমন হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি - এই পরিস্থিতিতে এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না, তাহলে আদালত - এই ধরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে ত্রুটি সংশোধন করতে পারে - এবং আইন অনুসারে - সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে। আদালত, বিচারিক পর্যালোচনার আড়ালে, - সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর এখতিয়ার দখল করতে এবং নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এটি আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবেও কাজ করতে পারে না

৩. এই বিষয়ে জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, অর্থনৈতিক বিষয়ে জটিল কার্যনির্বাহী সিদ্ধান্তগুলি অপরিহার্যভাবে অভিজ্ঞতাগত এবং পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়। এর বৈধতা কোনও কঠোর নীতি বা কোনও স্ট্রেট জ্যাকেট সূত্রের প্রয়োগের উপর পরীক্ষা করা যায় না। অর্থনৈতিক বিষয়ে কার্যনির্বাহী সিদ্ধান্তের বৈধতা বিচার করার সময় আদালতকে অবশ্যই কার্যনির্বাহীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা দিতে হবে বা যৌথভাবে খেলতে হবে। নিছক ত্রুটি নয়, কেবলমাত্র স্পষ্টভাবে নির্বিচারে সিদ্ধান্তগুলি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনায় হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থার দ্বারা করা সুপারিশ রাজ্য সরকারের সন্তুষ্টির বাইরে থাকা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় যার সাথে এই আদালত বর্তমান আলোচনায় জড়িত নয়। অতএব আদালতকে কোনও বিশেষজ্ঞ সংস্থার এই ধরনের সুপারিশে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক হতে হবে এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত, যদি না এটি নির্বিচারে, অযৌক্তিকতা, বিকৃতি বা যে আইনের অধীনে এটি গঠিত হয়েছে তার কোনও বিধান লঙ্ঘন করে। আদালত আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে বসতে পারে না, বিতর্কিত তথ্য এবং পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে মতামত জানাতে পারে না যে টিএএফআরসি-র কোনও নিয়ম বা পদ্ধতির লঙ্ঘনের কোনও অনুসন্ধান ছাড়াই যে পদ্ধতিতে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যদি কোনও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যথাযথভাবে এখতিয়ার প্রয়োগ না করে থাকে তবে একমাত্র বিকল্প হল বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার জন্য রিমান্ডে নেওয়া এবং কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা দখল না করা।

৪, ভারতীয় আইনশাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে, সংবিধান হল সর্বোচ্চ আইন। সমস্ত নির্বাহী বা আইন প্রণয়নের কাজগুলি একই নিয়মে পরীক্ষা করতে হবে। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি

তাদের সীমানাও এর আওতায় আনতে হবে। সাংবিধানিক নিশ্চয়তার পরিপন্থী যে কোনও পদক্ষেপের জন্য সাংবিধানিক নৈতিকতা মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনায় সংশোধনমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে। তবে যতক্ষণ না সাংবিধানিক নৈতিকতার কাঠামো আলাদা করা না হয়, ততক্ষণ আদালতকে সংযম বজায় রাখতে হবে, বিশেষত ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, অন্যথায় ন্যায়বিচারের ঝুঁকি ব্যক্তিগত ধারণার উপর ভিত্তি করে যা কল্পকাহিনীকে সাংবিধানিক নৈতিকতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বাস্তবতা হিসাবে উপস্থাপন করতে পারে। আদালতগুলি প্রায়শই এমন বিরোধের বিচার করে যা প্রশ্ন উত্থাপন করে যে তাদের নির্বাহী বা আইনী পদক্ষেপগুলি কতটা কঠোরভাবে পরীক্ষা করা উচিত। অতএব, আদালতগুলি কিছু প্রশ্ন বিচারিক সমাধানের জন্য অনুপযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছে বা কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্য ব্যক্তির রায়ের পরিবর্তে তাদের রায় প্রতিস্থাপনের যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ, বিশেষত অর্থ ও অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়ে বিচারিক সংযমের প্রয়োজনীয়তা সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ে বিবেচনা করা হয়েছিল,

৫। অতএব, বর্তমান মামলার তথ্যে বিবেচিত মতামত সম্পর্কে, যা উপলব্ধ নথি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হাইকোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত চারটি কারণের কোনওটিই হাইকোর্টের দ্বারা টিএএফআরসি-র সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার দখলের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য একটি ব্যতিক্রমী মামলা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন কামগার ইউনিয়ন (রেগুলেটরি), সিন্দ্রি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (১৯৮১) ১ এস. সি. সি ৫৬৮: [১৯৮১] ২ এস. সি. আর ৫২; স্টেট অফ দিল্লি বনাম সঞ্জীব, (২০০৫) ৫ এস. সি. সি ১৮১: [২০০৫] ৩ এস. সি. আর ১৫১; পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং. লিড বনাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, (১৯৯২) ২ এস. সি. সি ৩৪৩: [১৯৯২] ১ এস. সি. আর ৪০৬; বালকো এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (রেগুলেটরি) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০২) ২ এস. সি. সি ৩৩৩ = [২০০১] ৫ সাপ্লিটার এস. সি. আর ১১; অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বনাম পি. লক্ষ্মী দেবী (২০০৮) ৪ এস. সি. সি ৭২০: [২০০৮] ৩ এস. সি. আর লিমিটেড এবংতামিলনাড়ু উৎপাদন ও বিতরণ কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম সিএসইপিডিআই-ট্রিশে কনসোর্টিয়াম, (২০১৭) ৪ এস. সি. সি ৩১৮ঃ[২০১৬] ৭ এস. সি. আর ৪৯৫ - উপর নির্ভর করে।

ভারতের নিয়ন্ত্রক ও অডিটর জেনারেল, জ্ঞান প্রকাশ, নয়াদিল্লি এবং অন্য একজন বনাম কে.এস. জগন্নাথন

এবং আরেকজন (১৯৮৬) ২ এস. সি. সি. ৬৭৯: [১৯৮৬] ২ এস. সি. আর. ১৭; বদ্রীনাথ বনাম তামিলনাড়ু সরকার এবং ও. আর. এস. (২০০০) ৮ এস. সি. সি. ৩৯৫-বিশিষ্ট।

ইসলামিক অ্যাকাডেমি অফ এডুকেশন এবং আরেকজন বনাম কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্যরা , (২০০৩) ৬ এস. সি. সি. ৬৯৭: [২০০৩] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৪৭৪; এম. এ. পাই ফাউন্ডেশন ও অন্যান্যরা বনাম কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্যরা । (২০০২) ৮ এস. সি. সি. ৪৮১: [২০০২] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৫৮৭; মডার্ন স্কুল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (২০০৪) ৫ এস. সি. সি. ৫৮৩: [২০০৪] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৬৬৮; ডি.এন. জীবরাজ বনাম মুখ্য সচিব, কর্ণাটক সরকার, (২০১৬) ২ এস. সি. সি. ৬৫৩: [২০১৫] ১২ এস. সি. আর ১১৫-উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০৩] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ৪৭৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২
[১৯৮১] ২ এস. সি. আর ৫২	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ১৭
[২০০৫] ৩ এস. সি. আর ১৫১	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ১৮
[১৯৯২] ১ এস. সি. আর ৪০৬	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০০১] ৫টি সরবরাহ এস. সি. আর ৫১১	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ২০
[২০০৮] ৩ এস. সি. আর ৩৩০	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ২১
[২০১৬] ৭ এস. সি. আর ৪৯৫	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ২২
[২০০২] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৫৮৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০০৪] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৬৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৫] ১২ এস. সি. আর	উল্লেখ করা	অনুচ্ছেদ

১১৫	হয়েছে	২৪
[১৯৮৬] ২ এস. সি. আর ১৭	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ২৫
২৫ (২০০০) ৮ এস. সি. সি ৩৯৫	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ২৫

দেওয়ানি আপিলের এখতিয়ার: ২০১৯ সালের ৫১৩৩ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১৭ সালের ৭৯৮ নং রিট আপিলে তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের জন্য হায়দ্রাবাদের হাইকোর্টের বিচারিক আদালতের ২৪.০৮.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত ।

সঙ্গে

সিএ. নং , ৫১৩৫/২০১৯ এবং সিএ. নং . ৫১৩৪/২০১৯

কে রাধাকৃষ্ণন, প্রবীণ আইনজীবী ., ডি. মহেশ বাবু, শিশির পিনাকি, শ্রীমতি সুচিত্রা হ্রাংখল, শ্রাবণ কুমার, আদিত্য কুমার, বিজেন্দ্র মিশ্র, সিদ্ধার্থ লায়ার, পি. ভেঙ্কট রেড্ডি, অভিষেক রেড্ডি, প্রশান্ত ত্যাগী সর্বশ্রী ভেঙ্কট পালওয়াই ল অ্যাসোসিয়েটস, আইনজীবী আপিলকারীর পক্ষে।

ফলি এস নরিম্যান, পরাগ পি ত্রিপাঠি, কে ভি বিশ্বনাথন, কে রাধাকৃষ্ণন, প্রবীণ আইনজীবী., এ ভি রঙ্গম, বাডি এ রঙ্গনাধন, এম রবীন্দ্রনাথ রেড্ডি, মিসেস স্তুতি কৃষ্ণ, সুহাস রেড্ডি, এ মুকুন্দ, এল যোশী, সিদ্ধার্থ আইয়ার, পি ভেঙ্কট রেড্ডি, অভিষেক রেড্ডি, প্রশান্ত ত্যাগী মেসার্সের জন্য। ভেঙ্কট পালওয়াই ল অ্যাসোসিয়েটস, আইনজীবী . উত্তরদাতাদের জন্য,

আইন প্রয়োগকারীদের পক্ষে আইনজীবী হাসান মুর্তজা এবং রবিন্দর কুমার।

বিচারপতি নভিন সিনহা, আদালতের রায় প্রদান করেন ।

১। অনুমতি মঞ্জুর,

২. এই আদালত, ইসলামিক অ্যাকাডেমি অফ এডুকেশন এবং অন্যটি বনাম কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০০৩) ৬ এস. সি. সি ৬৯৭ মামলায়, প্রতিটি রাজ্যে একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে যাতে সাহায্যপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু এবং অ-সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফি কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তেলেঙ্গানা ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রক কমিটি (বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদত্ত পেশাদার কোর্সগুলির জন্য) বিধিমালা, ২০০৬ (এরপরে "বিধি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) তেলেঙ্গানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভর্তির নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যাপিটেশন ফি নিষিদ্ধকরণ) আইন, ১৯৮৩ (এরপরে "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৩ এবং ৭ এর সাথে পাঠ করা ধারা ১৫ এর অধীনে তৈরি করা হয়েছিল। নিয়ম ৪ (v) এর অধীনে, কমিটিকে তার দ্বারা নির্ধারিত ফি কাঠামো রাজ্য সরকারকে বিজ্ঞপ্তির জন্য জানাতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বি. ই. এবং আই. ডি. ১ কোর্সের জন্য এইভাবে অবহিত ফি কাঠামো, ব্লক সময়কাল থেকে -এর জন্য, বিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা করা একটি বিরোধিতা পণ্ডিত একক বিচারকের অনুমোদন পূরণ করতে পারেনি। বিষয়টি কমিটির কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। পুনর্বিবেচনার পরে, কমিটি কিছু বৃদ্ধি মঞ্জুর করে, যা আবার বিরোধিতা করা হয়েছিল। সিদ্ধান্তটি যথাযথ ছিল না বলে মতামত দিয়ে, বিদ্বান একক বিচারক তার সন্তুষ্টির জন্য ফি কাঠামো নির্ধারণ করতে এগিয়ে যান। ক্ষুব্ধ, তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং ফি নিয়ন্ত্রক কমিটি ডিভিশন বেঞ্চের সামনে ব্যর্থভাবে আক্রমণ করে। অভিভাবক সমিতিও অনুমতি দেওয়ার পরে সরাসরি এই আদালতের সামনে বিতর্কিত আদেশগুলি আক্রমণ করেছে।

৩.তেলেঙ্গানা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কে রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, নিয়মের অধীনে গঠিত তেলেঙ্গানা ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রক কমিটি (এরপরে "টিএএফআরসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বিস্তারিত নির্দেশিকা তৈরি করেছে যার অধীনে বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্লক সময়কাল ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯-এর জন্য ফি প্রস্তাব জমা দিতে হবে। এই নির্দেশিকায় প্রস্তাবের সমর্থনে কোনও প্রতিষ্ঠানের জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় তথ্য, টি. এ. এফ. আর. সি-র বিবেচনা করা বিষয়গুলি, শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থের কথা মাথায় রেখে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ফি কাঠামোতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিবেচনার পদ্ধতি, যাতে কোনও মুনাফাখোরী বা ক্যাপিটেশন ফি না থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বিস্তৃত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি এবং এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন, যাঁদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে। ফি কাঠামো সম্পর্কে টি. এ. এফ. আর. সি-র সুপারিশগুলি তাই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে হাইকোর্টের দ্বারা হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না, যথাযথ ফি কাঠামো পুনর্নির্ধারণের জন্য টি. এ. এফ. আর. সি-র উপর তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপন করে। তিন বছরের ব্লক সময়ের জন্য ফি কাঠামো জি. ও. এম তারিখ দ্বারা প্রাথমিকভাবে টি. এ. এফ. আর. সি দ্বারা ৮৬,০০০/- এবং উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৯১,০০০/- নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা হাইকোর্টের রিমান্ডে নেওয়ার পরে একইভাবে প্রতি শিক্ষার্থী ৯৭,০০০/- নির্ধারণ করা হয়েছিল। টি. এ. এফ. আর. সি প্রত্যাখ্যান করে, প্রাসঙ্গিক উপকরণ বিবেচনা করে বা উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির পিছনে সংগৃহীত বহিরাগত উপকরণের উপর নির্ভর করে নির্বিচারে কাজ করেনি, টি. এ. এফ. আর. সি উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে পরামর্শ করে কাজ করেছে, যার মধ্যে তাদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়াও রয়েছে। হাইকোর্ট খুঁজে পায়নি যে টি. এ. এফ. আর. সি আইন, বিধি, নির্দেশিকা বা অ্যাকাউন্টিং ও পদ্ধতির কোনও মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করেছে। রিমান্ডে নেওয়ার পরে টি. এ. এফ. আর. সি ১০ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি নির্ধারণের জন্য ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে এবং পুরো ব্লক সময়ের জন্য ১৫ শতাংশ অগ্রগতি নির্বিচারে হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। যেহেতু হাইকোর্টের মতে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গিও নেওয়া যেতে পারে, তাই হাইকোর্ট টি. এ. এফ. আর. সি-র এখতিয়ার দখলের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে না।

৪. কেবলমাত্র টি. এ. এফ. আর. সি কর্তৃক ফি কাঠামো নির্ধারণকে আধা-বিচারিক প্রকৃতির বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, যা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে,

এই বিষয়টি টি. এ. এফ. আর. সি এবং বিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিকূল বিরোধের প্রকৃতিকে এতে অন্তর্ভুক্ত করেনি। কিছু দাবির অনুমোদন না দেওয়া, যার সত্যতা বিশেষজ্ঞ কমিটির অনুমোদনের সাথে মেলেনি, ফি নির্ধারণকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে না।

৫, প্রত্যর্থী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী এফ 'এস নরিম্যান বলেন যে, তিন বছরের ব্লক পিরিয়ড এখন শেষ হয়ে গেছে এবং প্রকৃত ব্যয় উপলব্ধ রয়েছে। টিএএফআরসি দ্বারা অনুমোদিত ফি কাঠামোর উপর উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলি একটি বিশাল আর্থিক ঘাটতি নিয়ে আসবে। হাইকোর্ট দ্বারা নির্ধারিত ফি কাঠামো-১,৬০,০০০-এবং ১,৩৭,০০০-এমনকি উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও প্রায় বিরতি দেবে টিএএফআরসি, পূর্ববর্তী ব্লক পিরিয়ডে বেস বছরের গৃহীত ব্যয়ের জন্য ১ কোটি টাকার একটি কাঠামোর সুপারিশ করেছিল। হাস্যকরভাবে,.২৯.২৬ কোটি টাকার বর্ধিত নিরীক্ষিত ব্যয় গ্রহণ করা সত্ত্বেও, -এর ফি কাঠামোর সুপারিশ করা হয়েছে। ব্লক সময়ের জন্য টি. এ. এফ. আর. সি-র পদ্ধতি অনুসারে ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতি এবং ১৫ শতাংশ অগ্রগতি প্রতি ছাত্রের জন্য ১ লক্ষ টাকা ফি ন্যায্য করে। রাজ্যের সমতুল্য সরকারি কলেজগুলির খরচ এবং রাজ্য থেকে তারা যে ভর্তুকি পায় তা বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানগুলির দাবি যুক্তিসঙ্গত ছিল, যার বিপরীতে উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির তাদের ব্যয় তহবিলের জন্য কেবল ফি রয়েছে। রাজ্য সেই ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফিও পরিশোধ করছিল না যাদের পিতামাতার বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকা ছিল না।

৬. অভিভাবক সমিতির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছিল যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলার জন্য নিছক একটি অঙ্গীকার প্রদান হাইকোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ফি কাঠামোর বিরুদ্ধে বিরোধিতা প্রতিরোধকারী বাধা হিসাবে কাজ করতে পারে না।

৭. আমরা সংশ্লিষ্ট জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি। আরও ভালভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান এবং তথ্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হবে।

৮. বিধি ৩(i) অনুসারে টিএএফআরসি গঠনের বিধান রয়েছে যার মেয়াদ

বিধি ৩(iii) অনুসারে গঠনের তারিখ থেকে তিন বছর হবে। বিধি ৩(ii) অনুসারে টিএএফআরসি-এর নেতৃত্বে থাকবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট বিচারক এবং অন্যান্য সদস্যরা। ২০০৬ সালের বিধিগুলি ২২.০৭.২০১৫ তারিখে জিওএমএস দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল, নং ২৬। কমিটির বর্তমান গঠনতন্ত্র নিম্নরূপ:

ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রক কমিটি (এ. এফ. আর. সি) নিম্নলিখিতগুলি নিয়ে গঠিত হবে: -

(i)	অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট বিচারপতি	চেয়ারম্যান
(ii)	কারিগরি বিষয়ে একজন একাডেমিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষা	সদস্য
(iii)	চিকিৎসা বিষয়ক একজন একাডেমিক বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(iv)	একজন অর্থ বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(v)	একজন আইন বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(vi)	একজন উপাচার্য	সদস্য
(vii)	সরকারি অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি।	সদস্য
(viii)	তেলেঙ্গানা রাজ্য উচ্চশিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
(xi)	অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন/মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া/বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া/ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশনের (যেখানে প্রযোজ্য) একজন প্রতিনিধি।	সদস্য
(x)	চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত যেকোনো বিশেষ আমন্ত্রিত ব্যক্তি	সদস্য
(xii)	শিক্ষা/স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান সচিব/সচিব।	সদস্য সচিব

৯। নিয়ম ৪ ফি নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত এবং একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা জমা দেওয়া প্রস্তাবিত ফি কাঠামো টিএএফআরসি দ্বারা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করে। নিয়ম ৪ (ii) জমা দেওয়া প্রস্তাবিত ফি কাঠামোটি ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না এবং মুনাফা বা ক্যাপিটেশন ফি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা টিএএফআরসি-তে ন্যস্ত করে। নিয়ম ৪ (ii) এবং ৪ (iv) টিএএফআরসি-কে করতে বাধ্য করে।

ফি নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করুন।

৪ (ii) এ. এফ. আর. সি সিদ্ধান্ত নেবে যে 'প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত ফি ন্যায্য কিনা এবং তা মুনাফাখোরী বা ক্যাপিটেশন ফি আদায়ের সমতুল্য নয় কিনা।

৪ (iv) এ. এফ. আর. সি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করবে ফি নির্ধারণ করার সময়ঃ

ক) পেশাদার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান;

খ) পেশাদার কোর্সের প্রকৃতি;

গ) উপলব্ধ পরিকাঠামোর খরচ;

ঘ) প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়;

ঙ) পেশাদার প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তিসঙ্গত উদ্‌বৃত্ত;

চ) তফসিলি জাতি, উপজাতির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী এবং সমাজের অন্যান্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফি মওকুফের কারণে রাজস্ব বঞ্চিত হলে, যতদূর সম্ভব, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অবহিত করা হবে।

ছ) অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক ফ্যাক্টর।

১০. কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত ফি কাঠামো জমা দেওয়ার জন্য নিয়ম ৩ (vii)-এর অধীনে টি. এ. এফ. আর. সি দ্বারা প্রণীত নির্দেশিকাগুলি বিস্তারিত এবং বিস্তৃত। তাই টি. এ. এফ. আর. সি-র কার্যকারিতা আরও ভালভাবে বোঝার এবং প্রশংসার জন্য এটি পুনরুত্পাদন করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয়।

"তেলেঙ্গানা প্রশাসন ও কমিটি (টিএএফআরসি) নির্দেশিকা

তেলেঙ্গানা রাজ্যের বেসরকারি অ-সহায়তাপ্রাপ্ত পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৮-২০১৯ সালের ব্লক সময়ের জন্য আসবাবপত্র ফি প্রস্তাবের জন্য।

1. ক্যাপিটেশন ফি নিষিদ্ধকরণ আইনের বিধান অনুসারে, বেসরকারি অন-সহায়তাপ্রাপ্ত পেশাদার প্রতিষ্ঠান, যে নামেই হোক, কর্তৃক ক্যাপিটেশন ফি আদায় অবৈধ।
2. প্রতিষ্ঠানগুলিকে ২০১৪-১৫ সালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরের জন্য আয় ও ব্যয়ের নিরীক্ষিত বিবরণী, নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট এবং উন্নয়নমূলক চাহিদার জন্য প্রয়োজনীয়তা এবং ২০১৫-১৬ সালের জন্য পূর্বাভাসিত পরিসংখ্যান সহ বেতন ও অবকাঠামো এবং অন্যান্য বিবরণ (সহায়ক বিল, ভাউচার

অথবা প্রাপ্তি ইত্যাদি) ব্যয়ের বিবরণ জমা দিতে হবে।

1. বেসরকারি সাহায্যবিহীন পেশাদার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেকোনো ফি প্রস্তাবের মূল্যায়ন উপরে উল্লিখিত মূল নীতিমালা বিবেচনায় রেখে করতে হবে।
2. অতএব, বেসরকারি অনাহূত পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা প্রদত্ত ফি প্রস্তাবগুলি মূল্যায়ন করা আবশ্যক। প্রতিষ্ঠানগুলির আয় এবং ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে, সেইসাথে যেসব সমিতি/ট্রাস্টের অধীনে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

1. ফি প্রস্তাবে উভয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ছাত্রসমাজের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে নিম্নলিখিত নীতিমালা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

ক , সমস্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক তথ্য মার্কেন্টাইল (অ্যাক্রুয়াল) অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম অনুসারে জমা দিতে হবে। অন্য কোনও অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে জমা দেওয়া আর্থিক তথ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং এটি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হবে না।

খ . যদি কোনও প্রতিষ্ঠান পূর্বে অন্য কোনও অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থা অনুসরণ করে থাকে এবং ফি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মার্কেন্টাইল (অ্যাক্রুয়াল) অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থায় চলে যায়, তবে তেলেঙ্গানা ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রক কমিটিতে (টিএএফআরসি) জমা দেওয়ার জন্য আর্থিক বিবরণী/তথ্য প্রস্তুত করার সময় কেবল আর্থিক বছর ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ (প্রস্তাবিত) সম্পর্কিত সমস্ত ব্যয় বিবেচনা করা হবে।

গ. প্রতিষ্ঠানের সম্পদের অবমূল্যায়ন সহ রাজস্ব ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে ফি নির্ধারণ করা হবে।

২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ সালের ব্লক পিরিয়ডের জন্য ফি কাঠামো নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচী বিবেচনা করা হবে।

প্রসঙ্গ	সময়সূচীতে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে
তফসিল-১	২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল প্রোগ্রামের জন্য ফি সংগ্রহের বিবরণ।
তফসিল-২	২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী।
তফসিল-৩	২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের জন্য সমিতির আয় ও ব্যয়ের বিবরণী।
তফসিল-৪	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্য শিক্ষক কর্মীদের বেতন এবং বকেয়া (কর্মচারীদের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ)
তফসিল-৫	অন্যান্য শিক্ষক কর্মীদের বেতন এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বকেয়া (কর্মচারীদের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ)

তফসিল ৬	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত অ-শিক্ষক কর্মীদের বেতন এবং বকেয়া (সম্পূর্ণ কর্মচারী বিবরণ সহ)
তফসিল ৭	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত চুক্তি বহির্ভূত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও বকেয়া (সম্পূর্ণ কর্মচারী-বিবরণ সহ)
তফসিল ৮	২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয়ের বিবরণী।
তফসিল ৯	২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের জন্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যয়ের বিবরণী।
তফসিল ১০	অবচয়ের জন্য স্থির সম্পদের তালিকা
তফসিল ১১	২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ও ব্যবহৃত রাজস্ব অনুদানের বিবরণী।
তফসিল ১২	এনআরআই-এর অধীনে সংগৃহীত অর্থের ব্যবহারের অবস্থা কোটা
তফসিল ১৩	শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অনুমোদিত ১০% ব্যবহারের অবস্থা।
তফসিল ১৪	প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আমানতের বিবরণ।
তফসিল ১৫	সমিতি, ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের বিবরণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
তফসিল ১৬	প্রতিষ্ঠান (বেসরকারি ঋণ) কর্তৃক অন্যদের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের বিবরণ
তফসিল ১৭	প্রতিষ্ঠানের কর্পাস/মূলধন তহবিলের বিবৃতি
তফসিল ১৮	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত এবং ব্যবহৃত মূলধন অনুদানের বিবরণী
তফসিল ১৯	প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যালেন্স শিট
তফসিল ২০	সমাজের জন্য ব্যালেন্স শিট
তফসিল ২১	আইনি ব্যয়
তফসিল ২২	অন্যান্য তথ্য (শিক্ষার্থীদের ফলাফল ইত্যাদি)

খ) ব্যয়ের ক্ষেত্রে এটিকে বিস্তৃতভাবে নিম্নরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে:

ক) বেতন ব্যয়:

i) ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬-এর জন্য শিক্ষক অনুষদের বেতন ব্যয়, অবসরের বয়স, 'শিক্ষক ছাত্র অনুপাত এবং এ. আই. সি. টি. ই-র নিয়ম অনুযায়ী ক্যাডার শক্তি' সহ নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক,

ii) ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬-এর জন্য শিক্ষক অনুষদের বেতন ব্যয়, যারা নির্ধারিত শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের বাইরে যোগ্যতা, বয়স এবং কর্মীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য নন।

iii) ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬-এর জন্য অ-শিক্ষক কর্মীদের বেতন ব্যয়, যারা নিয়মিত স্কেলে এবং নির্ধারিত শিক্ষার মধ্যে রয়েছে এবং অবসরের বয়স সহ অ-শিক্ষক অনুপাত।

iv)২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ সালের জন্য অশিক্ষক কর্মীদের বেতন ব্যয়, যারা একীভূত/চুক্তিভিত্তিক বেতনে আছেন অথবা অবসরের বয়সের পরে পুনরায় নিযুক্ত আছেন এবং নির্ধারিত শিক্ষকতা ও অশিক্ষক অনুপাতের বাইরে নিযুক্ত কর্মীরা।

v) শিক্ষক অনুষদের জন্য অবসরের বয়সসীমা হবে ৬৫ বছর এবং অশিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য ৫৮ বছর এবং শেষ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ৬০ বছর।

vi) পূর্ববর্তী বছরের বেতনের বকেয়া মোট বেতনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয় এবং আলাদাভাবে দেখানো উচিত।

১) শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীদের ব্যয় বিবেচনা করার জন্য, এ. আই. সি. টি. ই/এন. সি. টি. ই এবং বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদির মতো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ক্যাডারের সংখ্যা গ্রহণ করতে হবে। এই শক্তির উপরে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্যান্য সম্পর্কিত প্রফর্মে দেখানো হবে।

২) অনুষদের নিয়মগুলি এ. আই. সি. টি. ই, এন. সি. টি. ই-এর মতো সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী হবে।

৩) যদি কোনও কর্মচারীর পরিষেবা একাধিক প্রোগ্রামের জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে এই ধরনের নাম শুধুমাত্র একটি প্রোগ্রামে দেখানো হবে।

৪) শিক্ষক অনুষদকে যোগ্য হতে হবে। অ-যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক অনুষদকে ব্যয়ের জি উদ্দেশ্যে গণনা/ বিবেচনা করা হবে না।

৫) শিক্ষক অনুষদের জন্য প্যান নম্বর আবশ্যক। অ-শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মীদের ক্ষেত্রেও, প্যান তথ্য প্রদান করতে হবে, যেখানে মাসিক বেতন/ভাতা/সম্মানী/পারিশ্রমিকক

২৫,০০০ টাকা বা তার বেশি। যদি তাদের কোনও প্যান/ভুল প্যান তথ্য প্রদান না করা হয়, তাহলে সেই পরিমাণ ব্যয় উপেক্ষা করা হবে।

৬) শিক্ষক অনুষদ/অ-শিক্ষক অনুষদ উভয়ের জন্যই আধার কার্ড নম্বর নির্দেশ করতে হবে।

৭) চেক/ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বেতন প্রদান শুধুমাত্র শিক্ষক অনুষদের ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হবে। নগদ অর্থ প্রদান প্রমাণ উপস্থাপনের সাপেক্ষে হবে।

৮) অ-শিক্ষক কর্মীদের ক্ষেত্রে, মাসিক সম্মানী/বেতন পারিশ্রমিক, ক্ষেত্রমত, .২৫,০০০/- টাকা এর বেশি হলে, চেক/ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। নগদ অর্থ প্রদান প্রমাণ উপস্থাপনের সাপেক্ষে হবে।

৯) ০১/০৪/২০১৫ থেকে ৩০/১১/২০১৫ সময়কালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং ০১/১২/২০১৫ থেকে ০১/০৩/২০১৬ সময়কালের আনুমানিক আর্থিক বিবরণী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় গণনার ভিত্তি হবে।

১০) আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় গণনার ভিত্তি হবে।

১১) আর্থিক বছরগুলির জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ ফি প্রস্তাবের সাথে সরবরাহ করা হবে,

১২) আর্থিক বছর ২০১৪-১৫ এবং ২০১৪-১৫ সম্পর্কিত মূল্যায়ন বছরের জন্য আয়কর বিভাগে দাখিল করা আয়ের রিটামগুলির স্বীকৃতি ফর্ম-১০বি অডিট প্রতিবেদন ের সাথে ফি প্রস্তাবের সাথে জমা দিতে হবে।

১৩) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে নিরীক্ষকের স্বাক্ষর, তাঁর নাম, আইসিএআই-এর সদস্যপদ নম্বর সহ নিম্নলিখিত তথ্য থাকবেঃ-

i) নিরীক্ষকের প্যান নম্বর।

ii)নিরীক্ষকের ই-মেইল আইডি।

iii) অডিটরের সেল নম্বর।

যদি অডিটর ফার্মের অংশীদার হয়; নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণ দেওয়া হবেঃ

ক) ফার্ম আইসিএআই রেজিস্ট্রেশন নম্বর

খ) ফার্মের প্যান নম্বর।

গ) ফার্মের ই-মেইল আইডি।

দ্রষ্টব্যঃ-

(ক) যদি উপরোক্ত বিবরণ সরবরাহ না করা হয়, তবে নিরীক্ষকের প্রতিবেদন বিবেচনা করা হবে না এবং ফি প্রস্তাবটি সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

(খ) টি. এ. এফ. আর. সি-র নিরীক্ষকের উপস্থিতির নির্দেশ দেওয়ার বা তার কাছ থেকে নিশ্চিতকরণ চাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট খরচ, অর্থাৎ যে কোনও, প্রতিষ্ঠান দ্বারা পূরণ করা হবে। প্রয়োজনে নিরীক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

1. যদি কোন প্রতিষ্ঠান একাধিক প্রোগ্রাম পরিচালনা করে তবে সমস্ত ব্যয় দ্বিখণ্ডিত করা যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট তফসিলে প্রতিফলিত হতে পারে এবং দ্বিখণ্ডিত ব্যয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা প্রত্যয়িত করা হবে। যদি স্পষ্ট দ্বিখণ্ডিতকরণ না করা হয় তবে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।
2. সম্পূর্ণ তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ করা হবে। তবে, প্রতিষ্ঠানটি নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ চার্জ প্রদান করে নিরীক্ষক/সচিব/প্রতিবেদক/পরিচালক/অধ্যক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আপলোড করা তথ্যের একটি হার্ডকপি সরবরাহ করবে।
3. "তেলেঙ্গানা ভর্তি ও ফি নিয়ন্ত্রক কমিটি (টি. এ. এফ. আর. সি)" -এ জমা দিতে হবে যার অ্যাকাউন্ট নং 62436164496, আই এফ এস সি কোড এসবিএইচওআই ০০২০০৭০ , স্টেট ব্যাংক অফ হায়দ্রাবাদ, শান্তিনগর শাখা, হায়দ্রাবাদ।
4. যদি কোন সোসাইটি/ট্রাস্ট একাধিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, তাহলে তথ্য/তথ্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরবরাহ করতে হবে।

দ্রষ্টব্য: উপরের সমস্ত সময়সূচী বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যথাসম্ভব কোর্সের বছর পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ, স্নাতক কোর্সের জন্য ৪ বছর সময়কাল (পার্শ্বিক প্রবেশের জন্য ৩ বছর) এবং স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের জন্য ২ বছর ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্যঃ

1. যে কোনও ব্যয় যা সরাসরি শিক্ষার্থীর শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত নয় তা বিবেচনা করা হবে না।
2. পরবর্তী ব্লক সময়কালে প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন, সরঞ্জাম ক্রয়, ব্লক সময়কালে নতুন নিয়োগের মতো প্রস্তাবিত ব্যয় শিক্ষার অগ্রগতির জন্য নির্ধারিত তহবিল থেকে পূরণ করা হবে।
3. আর্থিক বছর ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬-এর মধ্যে বৃদ্ধির শতাংশকে আর্থিক বছর ২০১৫-১৬ সম্পর্কিত ব্যয় বিবেচনা করার জন্য বিবেচনা করা হবে। তবে, ০১/০৪/২০১৫ থেকে ৩০/১১/২০১৫ সময়ের জন্য নিরীক্ষিত আয় ও ব্যয় এবং ০১/১২/২০১৫ ১০ ৩১/০৩/২০১৬ সময়ের জন্য প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় জমা দিতে হবে।
4. শিক্ষক কর্মীদের বেতন প্রদানের সময়সূচী এর জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে

   (i) যাদের যোগ্যতা রয়েছে

   (ii) যাদের যোগ্যতা নেই।

1. অভ্যন্তরীণ তহবিলের ক্ষেত্রে সমিতিগুলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদত্ত ঋণের সুদ বিবেচনা করা হবে না।

1. যখন কোনও প্রতিষ্ঠান একাধিক কোর্স/প্রোগ্রাম চালাচ্ছে, তখন আয় ও ব্যয়ের বিবরণ এবং ব্যালেন্স শিট দ্বিখণ্ডিত করা হবে এবং নিরীক্ষক দ্বারা প্রত্যয়িত দ্বিখণ্ডিত বিবরণ ফি প্রস্তাবের সাথে সরবরাহ করা হবে। যদি তা না করা হয়, তবে প্রস্তাবগুলি সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে।
2. আয়কর আইনের অধীনে ফর্ম ২৪কিউ এবং ২৬কিউ-তে দাখিল করা বার্ষিক টিডিএস রিটার্ন প্রস্তাবের সাথে জমা দিতে হবে
3. ভবনগুলিতে ভাড়া বা অবমূল্যায়নের অনুমতি দেওয়া হবে। ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা ও সম্প্রচার বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে ভাড়া নির্ধারণের শংসাপত্র গ্রহণ করবে এবং নিবন্ধিত ভাড়া চুক্তিও প্রদান করতে হবে।
4. যে কোনও ব্যয় যার জন্য সংশ্লিষ্ট আয় রয়েছে তা অনুমোদিত হবে না যদি কোনও সংশ্লিষ্ট আয় দেখানো না হয়।

1. সাধারণ তথ্যপত্রে ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ ব্লক সময়ের জন্য প্রস্তাবিত ফি সম্পর্কিত কলাম (কোর্স অনুযায়ী) পূরণ করা বাধ্যতামূলক।

প্রোফর্মা পূরণের জন্য গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি:

i) প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট আহ্বায়কদের দ্বারা বরাদ্দকৃত কোডগুলি ব্যবহার করা হবে, উদাহরণস্বরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির জন্য ই. এ. এম. সি. ই. টি কোড।

ii) আর্থিক বিবরণ শুধুমাত্র টাকায় দেওয়া হবে।

iil) প্রতি ছাত্রের প্রস্তাবিত ফি প্রোগ্রাম-ভিত্তিক হতে হবে এবং ২০১৬-২০১৯ ব্লক সময়ের জন্য সাধারণ তথ্যপত্রে দেখানো হবে।

iv) ০১/০৪/২০১৫ থেকে ৩০/১১/২০১৫ সময়কালের জন্য ২০১৪-১৫ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং ০১/১২/২০১৫ থেকে ৩১/০৩/২০১৬ সময়কালের আনুমানিক পরিসংখ্যান অবশ্যই সোসাইটি/ট্রাস্টের সচিব/ সংবাদদাতার দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যয়িত করতে হবে এবং ফি প্রস্তাবের সাথে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যও সরবরাহ করতে হবে। বিবৃতির স্ক্যান করা অনুলিপি প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাথে অনলাইনে সরবরাহ করা হবে।

'v) যদি প্রতিষ্ঠান অসম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে বা নির্ধারিত প্রক্রিয়াকরণ চার্জ পাঠাতে ব্যর্থ হয়, তবে এই ধরনের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা ও উপেক্ষা করা হবে না।

'ইনস্টিটিউটকে ফি প্রস্তাবের সাথে নিম্নলিখিত নথিগুলি জমা দিতে হবেঃ

১. ফর্ম্যাটগুলি যথাযথভাবে পূরণ করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের সচিব সংবাদদাতা/পরিচালক/অধ্যক্ষ স্বাক্ষর করেন;

২. প্রক্রিয়াকরণ চার্জ জমা করার প্রমাণ;

৩. ২০১৪-১৫ সময়ের জন্য এবং ০১/০৪/২০১৫ থেকে ৩০/১১/২০১৫ সময়ের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং ০১/১২/২০১৫ থেকে ৩১/০৩/২০১৬ সময়ের জন্য প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান অবশ্যই জমা দিতে হবে এবং সোসাইটি/ট্রাস্টের সচিব/সংবাদদাতা দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যয়িত হতে হবে।

৪. জমা দেওয়ার জন্য প্রতিটি কোর্সের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদিত ভর্তির বিবরণ

৫. অধিভুক্তির বর্তমান অবস্থার বিবরণ, কর্মসূচি অনুযায়ী জমা দিতে হবে

৬. অন্যান্য তথ্য/নথি, যদি (নির্দিষ্ট করে)

৭. মাননীয় অন্ধ্রপ্রদেশের হাইকোর্টের ২৯.১০.২০১১ তারিখের 'ডি.বি.' রায়ে ডব্লিউপি'র নং ১৬৫৪৭/২০১০ এবং ২০১২ সালে রিপোর্ট করা ব্যাচে (৩) এ.এল.টি ৬৮৬ (ডি.বি.) প্রতিষ্ঠানগুলির নোটিশে আনা হলো: -

".....যে প্রতিষ্ঠান প্রতিক্রিয়াশীল নয় অথবা পূর্ববর্তী বছরের জন্য আয় ও ব্যয়ের বিবরণী, নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট এবং উন্নয়নমূলক চাহিদার জন্য প্রয়োজনীয়তা জমা দেয় না; বেতন ও অবকাঠামোর উপর ব্যয়ের বিবরণ এবং অন্যান্য বিবরণ (সহায়ক বিল, ভাউচার বা রসিদ ইত্যাদি সহ) নির্দিষ্টভাবে জমা দেয় না, তাদের কোনও ফি আদায় করার অনুমতি দেওয়া হবে না..."

তদনুসারে, উপরে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে অথবা অসম্পূর্ণ তথ্য সহ প্রস্তাব জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠান/কলেজ ফি নির্ধারণের অধিকারী হবে না এবং উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ ব্লক সময়ের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনও ফি আদায় করার অনুমতি পাবে না।"

১১। টি. এ. এফ. আর. সি প্রাথমিকভাবে উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ব্লক সময়ের জন্য যথাক্রমে Rs.৮৬,০০০/- এবং Rs.৯১,০০০/- বার্ষিক ফি নির্ধারণ করে, তাদের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করে, তাদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া সহ। ফি কাঠামোর নির্ধারণ আধা-বিচার বিভাগীয় প্রকৃতির ছিল, টি. এ. এফ. আর. সি দ্বারা নির্ধারিত ফি কাঠামোর সাথে কোনও প্রতিষ্ঠানের কোনও মতবিরোধকে কার্যত একটি এল. আই. এস তৈরি করার জন্য নির্বিচারে বলা যায় না, তবে বিচারিক পর্যালোচনার অনুশীলনে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আরও তদন্তের আহ্বান জানানো যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে একক বিচারক মতামত দিয়েছিলেন যে ব্লক সময়ের জন্য ফি কাঠামোর নির্ধারণ ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং ১৪.১১.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিষয়টি রিমান্ডে নিয়েছিল, যার পরে টিএএফআরসি ০৪.০২.২০১৭-এ অবহিত ব্লক সময়ের জন্য প্রতি শিক্ষার্থী প্রতি বছরে .৯৭,০০০/- টাকা এর একটি অভিন্ন কাঠামো নির্ধারণ করেছিল যা আবার উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা বিরোধিতা করা হয়েছিল।

১২, টি. এ. এফ. আর. সি -এর নতুন সুপারিশের সাথে দ্বিমত পোষণ করে হাইকোর্ট ব্লক পিরিয়ডের জন্য যথাক্রমে ১,৬০,০০০/- এবং ১,৩৭,০০০/- টাকা ফি কাঠামো পুনর্নির্ধারণ করার দায়িত্ব নেয়,

নতুন গাণিতিক গণনা এবং হিসাবরক্ষণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যা টি. এ. এফ. আর. সি-এর একচেটিয়া ক্ষেত্র এবং এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। এটি এই সত্য সত্ত্বেও যে টি. এ. এফ. আর. সি ইতিমধ্যে সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করেছে যার মধ্যে স্পষ্টীকরণ চাওয়াও রয়েছে। গণনা পত্রটি সংস্থাগুলির জন্য উপলব্ধ করা হয়েছিল। এই সত্য যে আগে ১০ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি এবং ১৫ শতাংশ অগ্রগতি মোট ব্যয়ের বিবরণীর ভিত্তিতে গণনা করা হত, যা এখন পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় নিট ব্যয়কে মূল্যায়নের ভিত্তি করার জন্য ব্যয়ের বিরুদ্ধে আয় নির্ধারণ করে পরিবর্তন করা হয়েছিল, হাইকোর্ট পূর্ব বিজ্ঞপ্তি এবং কারণ ছাড়াই টি. এ. এফ. আর. সি দ্বারা পদ্ধতির পরিবর্তন বলে মনে করেছে, এটিকে অযৌক্তিক বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু, টি. এ. এফ. আর. সি আইন, বিধি, নির্দেশিকা, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি বা অর্থনীতি ও হিসাবরক্ষণের মৌলিক নীতিগুলির পরিপন্থী কাজ করেছে বলে হাইকোর্ট কোনও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেনি, তবুও এটি তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা তার কাছে আরও ন্যায্য, কাম্য বা আরও যৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল। হাইকোর্ট নিজেই বলেছে যে টি. এ. এফ. আর. সি-এর পদ্ধতিগত ন্যায্যতা এবং যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ করা যায় না। উপরন্তু, ২ লক্ষ টাকা, ১ লক্ষ টাকা আয় হিসাবে পাওয়া গেছে যার কোনও সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের পরিসংখ্যান নেই এবং যা ফি কাঠামো নির্ধারণের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের পরিসংখ্যান ছাড়াই রিমান্ডে নেওয়ার পরে পুনরায় সক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যার ফলে এটি আবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তে যে ব্লক সময়ের প্রতিটি আর্থিক বছরের জন্য মুদ্রাস্ফীতি এবং অগ্রগতির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তার কারণ সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিশীল।

১৩. হাইকোর্ট অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন (এখন থেকে "এ আই সি টি ই " নামে পরিচিত) এর নিয়ম অনুসারে প্রয়োজনীয় ৩৫৬ জন শিক্ষকের চেয়ে ৫৮ জন অতিরিক্ত শিক্ষকের জন্য ১,৩৯,২০,০০০/- টাকার অনুমোদন বাতিল করে দিয়েছিল এবং মতামত দিয়েছিল যে এটি এ আই সি টি ই-এর এখতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত, টি. এ. এফ. আর. সি -এর নয়। হাইকোর্ট উপেক্ষা করেছে যে টি. এ. এফ. আর. সি -তে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ আই সি টি ই-এর ডোমেন বিশেষজ্ঞরাও ছিলেন এবং ২২.১০.২০১৬ তারিখে টি. এ. এফ. আর. সি -এর পক্ষ থেকে বিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির জমা দেওয়া তথ্যের জবাবে ইতিমধ্যেই এই অনুমোদন বাতিলের প্রেক্ষাপটে জানানো হয়েছিল যে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই। এই বিষয়ে টি. এ. এফ. আর. সি -এর পদক্ষেপগুলি তার এখতিয়ারের মধ্যে ছিল যা উপরে উদ্‌ধৃত নির্দেশিকা থেকে স্পষ্ট, বিশেষ করে খ(ক) যা এ আই সি টি ই-এর নিয়ম অনুসারে শিক্ষক সংখ্যা, যোগ্যতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুমোদিত ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত। যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অতিরিক্ত ভিড় ছাড়াই মানসম্পন্ন শিক্ষকের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন নেই।

একজন শিক্ষক হলেন সেই ভিত্তির ভিত্তি যার উপর ভিত্তি করে জাতির ভবিষ্যত নির্মিত হয়। হাইকোর্ট তার নৈমিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুল করেছে।

১৪. হাইকোর্ট এই বিষয়টির উপর অনেক জোর দিয়েছে যে, কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী তার ফি কাঠামো নির্ধারণ করা তার বিশেষাধিকার এবং টি. এ. এফ. আর. সি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে না। এর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই যে, ফি কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ন্যায়সঙ্গত নমনীয়তার উপাদান দিতে হবে। তবে কোনও প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা বা দাবি অনুসারে স্থিতিস্থাপকতার সাথে নমনীয়তার তুলনা করা যায় না। বিধি ৪ (ii) কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমা দেওয়া প্রস্তাবিত ফি কাঠামো ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না এবং এটি মুনাফা বা ক্যাপিটেশন ফি ছিল কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য টি. এ. এফ. আর. সি-র এখতিয়ার ন্যস্ত করে। প্রস্তাবিত ফি কাঠামোর যৌক্তিকতা নির্ধারণের জন্য অ্যাকাউন্টের বিবৃতি পরীক্ষা ও যাচাই করা থেকে টি. এ. এফ. আর. সি-র এখতিয়ার ছাঁটাই করা, এবং নিছক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যের মধ্যে তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ করা, তার নিয়ন্ত্রক এখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নেওয়ার সমান। টি. এ. এফ. আর. সি-র উদ্দেশ্য হল একটি ন্যায়সঙ্গত ফি কাঠামো নিশ্চিত করা যা মুনাফাখোরী এবং ক্যাপিটেশন ফি প্রতিফলিত করে না। মুনাফা অর্জন হল এমন একটি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অযৌক্তিক মুনাফা অর্জন করা যা একটি প্রভাবশালী অবস্থান ব্যবহার করে মূল্যের হেরফেরের মাধ্যমে উত্পন্ন অপ্রয়োজনীয়ভাবে অনেক বেশি বা মোটামুটি অতিরঞ্জিত আয়। অন্যদিকে, টি. এ. এফ. আর. সি দ্বারা অনুমোদিত ১০ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি এবং ১৫ শতাংশ অগ্রগতি একটি যুক্তিসঙ্গত রিটাম বা আর্থিক লাভের দিক, যা অপ্রয়োজনীয় লাভজনকতা থেকে পৃথক হিসাবে আরও বৃদ্ধির জন্য যুক্তিসঙ্গত রিটার্নের অনুমতি দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা পরিচালনার একটি প্রক্রিয়া। যদিও একটি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ মুনাফা অর্জনের অনুমতি দেবে না, তবে এটিকে নিয়ম ৪ (ii) (ই)-তে প্রদত্ত কার্যকলাপের প্রকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক লাভের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে হবে। আমরা মনে করি না যে টি. এ. এফ. আর. সি সেই স্কোরটিতে ত্রুটি করেছে।

১৫. নির্ধারিত নির্দেশিকাগুলির অধীনে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে জমা দেওয়া প্রস্তাবিত ফি কাঠামো সম্পর্কে টি. এ. এফ. আর. সি দ্বারা চাওয়া তথ্যের বিশদ ও বিস্তৃত প্রকৃতি ইতিমধ্যে এখানে উপরে লক্ষ্য করা গেছে। টি. এ. এফ. আর. সি উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথেও মতবিনিময় করেছে এবং তার দ্বারা চূড়ান্ত নির্ধারণের আগে ব্যাখ্যা চেয়েছে। কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমা দেওয়া প্রস্তাবের ন্যায্যতা যাচাইয়ের জন্য টি. এ. এফ. আর. সি-কে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের মতো কাজ করতে দেওয়া থেকে বিরত রাখা, এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত বিস্তৃত, এমন একটি প্রস্তাব যা টি. এ. এফ. আর. সি-এর বিধিবদ্ধ কার্যকলাপকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং এটিকে একটি দাঁতহীন বাঘে পরিণত করতে পারে।

অন্য কথায়, প্রস্তাবটির পরীক্ষা টি. এ. এফ. আর. সি-কে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উপযুক্ত পদ্ধতিতে করতে হবে, সাধারণভাবে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সির বিমূর্ত নীতিগুলির কঠোর আনুগত্যের দ্বারা নয়, এবং যার জন্য কিছুটা নমনীয়তার প্রয়োজন হতে পারে।

১৬. আমাদের বিবেচিত মতে, বিতর্কের মূল বিষয় হল বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আদালত টিএএফআরসি দ্বারা ফি কাঠামো নির্ধারণ এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ পরীক্ষা করতে পারে। টিএএফআরসি, হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে দুটি অর্থ ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, যার মধ্যে একটি সরকারের। বিধি ৩ (vii) টিএএফআরসিকে সেই বিষয়ে সরকার কর্তৃক অবহিত প্রবিধান অনুসারে নিজস্ব পদ্ধতি তৈরি করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং সেই অনুসারে ফি নির্ধারণের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে।

টি. এ. এফ. আর. সি-র সুপারিশগুলি আধা-বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ, এটি নিঃসন্দেহে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে তদন্তের জন্য আদালতের এখতিয়ারের পক্ষে দায়বদ্ধ হবে, যাতে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে আইনের যৌক্তিকতা, ন্যায্যতা এবং আনুগত্যের সাংবিধানিক নীতিগুলির আনুগত্য নিশ্চিত করা যায়।

১৭. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, যা সর্বজনবিদিত, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং সিদ্ধান্তের গুণাবলীর বিরুদ্ধে নয়। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিগুলি লঙ্ঘন করে ত্রুটিপূর্ণ হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ক্ষমতার পরিপন্থী হয়, অপ্রাসঙ্গিক উপাদান বিবেচনা করে বা প্রাসঙ্গিক উপকরণ বাদ দেয়, ব্যক্তির পিছনের উপাদানগুলি প্রভাবিত হওয়ার জন্য স্বীকার করে বা এমন হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি এই জাতীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারত না, আদালত এই সিদ্ধান্তটি বাতিল করে ত্রুটি সংশোধন করতে পদক্ষেপ নিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে আইন অনুসারে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আড়ালে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর এখতিয়ার দখল করতে পারে না এবং নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, এটি টিএফএআরসি-র আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবেও কাজ করতে পারে না। ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন কামগার ইউনিয়ন (রেগুলেটরি), সিন্দ্রি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (১৯৮১) ১ এসসিসি ৫৬৮-এ, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

"৩৫. ....আমরা অবশ্যই একমত যে আমাদের মন্টেস্কিয়ান ক্ষমতা পৃথকীকরণ ব্যবস্থায় প্রশাসনের সাথে বিচারিক হস্তক্ষেপ সূক্ষ্ম হতে পারে না। আদালত দখল বা পদত্যাগ করতে পারে না, এবং

বিচারিক পর্যালোচনার পরামিতি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এবং কখনই অতিক্রম করা উচিত নয়। যদি কোনও সরকারি সংস্থার ডিরেক্টরেট ন্যায্যভাবে কাজ করে থাকে, এমনকি যদি সে তার বিচক্ষণতায় ব্যর্থ হয়, তবে আদালত সুপার অডিটর হিসাবে পরিচালনা পর্ষদকে কাজে লাগাতে পারে না। প্রশাসনিক পদক্ষেপটি ন্যায্য এবং অযৌক্তিকতার কলঙ্ক থেকে মুক্ত এবং জনপ্রশাসনের নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির নিয়মগুলি যথেষ্ট পরিমাণে মেনে চলে কিনা তা পরীক্ষা করার মধ্যে এই কাজটি সীমাবদ্ধ।

১৮. দেখি বনাম সঞ্জীব, (২০০৫) ৫ এস. সি. সি ১৮১-এর রাজ্যে (এন. সি. টি) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অনুশীলনে বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ নিম্নরূপ বিবেচনা করা হয়েছিলঃ-

> "১৬....বিচারিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ভিত্তিগুলি ব্যবহার করা হয়, তাকে সুবিধাজনকভাবে তিনটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথম ভিত্তি হল "অবৈধতা", দ্বিতীয়টি হল "অযৌক্তিকতা", এবং তৃতীয়টি হল "প্রক্রিয়াগত অসঙ্গতি"। লর্ড ডিপ্লক কাউন্সিল অফ সিভিল সার্ভিস ইউনিয়নস বনাম মিনিস্টার ফর দ্য সিভিল সার্ভিস (সাধারণত সি সি এস ইউ মামলা নামে পরিচিত) মামলায় এই নীতিগুলি তুলে ধরেছিলেন। যদি ক্ষমতাটি প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির প্রতি অ-বিবেচনা বা অ-প্রয়োগের ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ক্ষমতার প্রয়োগ স্পষ্টতই ভুল বলে বিবেচিত হবে। যদি কোনও ক্ষমতা (আইনগত বা প্রশাসনিক) এমন তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয় যা বিদ্যমান নেই এবং যা স্পষ্টতই ভুল, তাহলে ক্ষমতার এই প্রয়োগটি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।"

১৯. এই বিষয়ে জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, অর্থনৈতিক বিষয়ে জটিল কার্যনির্বাহী সিদ্ধান্তগুলি অপরিহার্যভাবে অভিজ্ঞতাগত এবং পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়। এর বৈধতা কোনও কঠোর নীতি বা কোনও ধরাবাঁধা সূত্রের প্রয়োগের উপর পরীক্ষা করা যায় না। অর্থনৈতিক বিষয়ে কার্যনির্বাহী সিদ্ধান্তের বৈধতা বিচার করার সময় আদালতকে অবশ্যই কার্যনির্বাহীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা দিতে হবে বা যৌথভাবে খেলতে হবে। নিছক ত্রুটি নয়, কেবলমাত্র স্পষ্টভাবে নির্বিচারে সিদ্ধান্তগুলি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনায় হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থার দ্বারা করা সুপারিশ রাজ্য সরকারের সন্তুষ্টির বাইরে থাকা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় যা নিয়ে আমরা বর্তমান আলোচনায় উদ্বিগ্ন ছিলাম না। অতএব আদালতকে কোনও বিশেষজ্ঞ সংস্থার এই ধরনের সুপারিশে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক হওয়া উচিত এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত, যদি না এটি স্বেচ্ছাচারিতা, অযৌক্তিকতা, বিকৃতি বা যে আইনের অধীনে এটি গঠিত হয় তার কোনও বিধান লঙ্ঘন করে। আদালত আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বসে থাকতে পারে না, বিতর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, কোনও নিয়ম বা পদ্ধতি লঙ্ঘনের কোনও প্রমাণ না পেয়ে টি এ এফ আর সি

এর কীভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল সে সম্পর্কে মতামত দিতে পারে। । যদি কোনও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যথাযথভাবে এখতিয়ার প্রয়োগ না করে থাকে তবে একমাত্র বিকল্প হল বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার জন্য রিমান্ড করা এবং কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা দখল করা নয়। পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড বনাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, (১৯৯২) ২ এসসিসি ৩৪৩-এ, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

"৩১. আদালতের কাজ হল, বৈধ কর্তৃত্বের যেন অপব্যবহার না হয়, কিন্তু সেই কর্তৃত্বের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়া না হয়। এটা ঠিক যে, সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতার সঙ্গে বিনিয়োগ করা কোনও সরকারি সংস্থাকে অবশ্যই তার ক্ষমতা অতিক্রম বা অপব্যবহার না করার যত্ন নিতে হবে। এটিকে অবশ্যই তার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্তৃত্বের সীমার মধ্যে রাখতে হবে। এটিকে অবশ্যই সৎ বিশ্বাসে কাজ করতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করতে হবে। আদালতকে অর্থনৈতিক নীতিতে হস্তক্ষেপ করতে হবে না, যা বিশেষজ্ঞদের কাজ। অর্থনৈতিক নীতির বিষয়ে রায় দেওয়া আদালতের কাজ নয় এবং এটি অবশ্যই বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই ধরনের বিষয়ে এমনকি বিশেষজ্ঞরাও গুরুতরভাবে এবং নিঃসন্দেহে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। আদালত, 'এমনকি বিশেষজ্ঞদের সহায়তা ছাড়া তাদের সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা করা যায় না।'"

২০. ভারতীয় আইনশাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে, সংবিধান হল সর্বোচ্চ আইন। সমস্ত কার্যনির্বাহী বা আইন প্রণয়নের পদক্ষেপের উপর পরীক্ষা করতে হবে। এই ধরনের পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করে তাদের জীবিকা ও সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। সাংবিধানিক নিশ্চয়তার পরিপন্থী যে কোনও পদক্ষেপের জন্য সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনায় সংশোধনমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে। তবে যতক্ষণ না সাংবিধানিক মূল্যবোধের কাঠামোটি আলাদা করা হয় না, ততক্ষণ আদালতকে সংযম বজায় রাখতে হবে, বিশেষত ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, অন্যথায় ন্যায়বিচারের ঝুঁকি ব্যক্তিগত ধারণার উপর ভিত্তি করে যা কল্পকাহিনীকে সাংবিধানিক মূল্যবোধের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে পারে। আদালতগুলি প্রায়শই এমন বিরোধগুলির বিচার করে যা প্রশ্ন উত্থাপন করে যে তাদের কার্যনির্বাহী বা আইনী পদক্ষেপগুলি কতটা কঠোরভাবে তদন্ত করা উচিত। অতএব, আদালতগুলি কিছু প্রশ্ন বিচারিক সমাধানের জন্য অনুপযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছে বা কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্য ব্যক্তির রায়ের পরিবর্তে তাদের রায় প্রতিস্থাপনের যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ সম্পর্কিত বিচারিক সংযমের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষত বিশেষত অর্থ ও অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়ে, বালকো কর্মচারী ইউনিয়ন (রেগুলেটেড) বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২০০২) ২ এসসিসি ৩৩৩-এ বিবেচনা করা হয়েছিল, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

"৬৫ ...তবুও, যুক্তি উত্থাপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে মূল্যায়ন পদ্ধতিটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল, কিছু সম্পদ বিবেচনায় নেওয়া হয়নি

সর্বশ্রী দ্বারা প্রদত্ত ৫৫১.৫ কোটি টাকা স্টেরলাইট তার নিয়ন্ত্রণমূলক সুদ সহ কোম্পানির ৫১ শতাংশ শেয়ারের সঠিক মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে না, মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা সঠিক ছিল কি না তা বিবেচনা করা এই আদালতের কাজ নয়। প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচারিক পর্যালোচনার অনুশীলনের মধ্যে যা দেখতে হবে তা হল যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং যে সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা নির্বিচারে কম এবং এর বিপরীতে অগ্রহণযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করা।

XXX, XXX XXX

৯৮. অর্থনৈতিক বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, আদালতকে যে কোনও তদন্ত বা তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে এবং বিশেষজ্ঞদের রায়কে অস্বীকার করতে সবচেয়ে বেশি অনিচ্ছুক হতে হবে যারা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকতে পারে যদি না আদালত সন্তুষ্ট হয় যে সিদ্ধান্তে অবৈধতা রয়েছে।"

২১. অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল বনাম পি, লক্ষ্মী দেবী, (২০০৮) ৪ এস. সি. সি ৭২০, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেঃ

" ৮০.... অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের ক্ষেত্রে আদালতকে অবশ্যই বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে এবং সংবিধির সাংবিধানিকতার বিচার করার সময় আইনসভাকে আরও বেশি অক্ষমতা দিতে হবে কারণ আদালত অর্থনৈতিক বা প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত নয়। এই বিষয়গুলিতে এর কোনও দক্ষতা নেই, এবং বিশেষত্বের এই যুগে যখন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করার পরে নীতিগুলি খুব যত্ন সহকারে নির্ধারণ করতে হয়, তখন আদালতের পক্ষে নির্বাহী বা আইনসভার (সিক আইনসভা) ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করা এবং তার নিজস্ব মতামত ও উপলব্ধি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ বোকামি হবে।"

২২. অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়ে বিচার বিভাগীয় সংযমের প্রয়োজনীয়তা

ডোমেন বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে তামিলনাড়ু জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম সি. এস. ই. পি. ডি. আই-ট্রিশ কনসোর্টিয়াম, (২০১৭) ৪ এস. সি. সি ৩১৮-এ আবার বিবেচনা করা হয়েছিল, হোল্ডিং নিম্নরূপঃ

" ৩৬... এই মুহূর্তে আমরা বলতে বাধ্য যে একটি জটিল আর্থিক মূল্যায়নে আদালতকে সংযমের মতবাদ প্রয়োগ করতে হবে। বেশ কয়েকটি দিক, ধারা, আকস্মিকতা ইত্যাদি ফ্যাক্টর করতে হবে। আর্থিক হিসাব- নিকাশ, দরদাতার ক্ষমতা ও দক্ষতা এবং প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাব্যতার ধারণা আর্থিক বিশেষজ্ঞ এবং

পরামর্শদাতাদের প্রজ্ঞার উপর ছেড়ে দিতে হবে। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আদালত প্রকৃতপক্ষে উক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না। আমরা আর্থিক পরামর্শদাতার মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারি না। এটি বলার জন্য যথেষ্ট, এটি আপাতদৃষ্টিতে ভুল নয় এবং আমরা বিকৃত বা অযৌক্তিক হওয়ার জন্য ত্রুটিপূর্ণ হিসাবে উপলব্ধি করতে পারি না।

২৩. ইসলামিক অ্যাকাডেমি অফ এডুকেশন (সুপ্রা) ছিল জেড. এম. এ. পাই ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ওরস বনাম কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্যরা , (২০০২) ৮ এস. সি. সি. ৪৮১-এর সিক্যুয়েল, যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যার ফলে বেশ কয়েকটি মামলা-মোকদ্দমা হয়েছিল। টি. এ. এফ. আর. সি দ্বারা ফি নির্ধারণ করা কোনও প্রতিকূল অনুশীলন নয়, বরং শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থ, প্রতিষ্ঠান এবং সুলভ মানসম্মত শিক্ষার জন্য সমাজের প্রয়োজনীয়তা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ফি কাঠামোর ভারসাম্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এটি শিক্ষার সুযোগ এবং প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ন্যায্যতার উচ্চ ধারণার একটি অংশ, যা একটি স্বীকৃত সাংবিধানিক লক্ষ্য।

কিন্তু শুধুমাত্র ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এটিকে বিরোধিতা ও হস্তক্ষেপের অধিকারের মাত্রার সঙ্গে তুলনা করা কোনও বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে হস্তক্ষেপ করার যৌক্তিকতা হতে পারে না। টি. এ. এফ. আর. সি অ্যাকাউন্টিং ও অর্থনীতির নীতি বা এর কোনও মৌলিক সীমানার বিপরীতে কাজ করেছে এমন কোনও যুক্তি নেই। এই প্রসঙ্গে, মডার্ন স্কুল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (২০০৪) ৫ এস. সি. সি ৫৮৩-এর নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিতে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয়।

"২০. আমরা উপরোক্ত যুক্তিগুলির মধ্যে যোগ্যতা খুঁজে পাই না। এখানে নিয়মগুলি বিশ্লেষণ করার আগে, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আজ অবধি আমাদের সাধারণভাবে গৃহীত অ্যাকাউন্টিং নীতিগুলি (জিএএপি) রয়েছে। উপরে যেমন বলা হয়েছে, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ গত কয়েক বছর ধরে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ নির্মূল করার একটি পদ্ধতি হল প্রতিটি বিদ্যালয়ে অলাভজনক সংস্থা/অ-ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অ্যাকাউন্টিংয়ের নীতিগুলি অনুসরণ করার উপর জোর দেওয়া।

XXX XXX

৫১. নিঃসন্দেহে, শিক্ষার মান, শিক্ষার্থীদের জন্য উপলব্ধ পাঠ্যক্রম এবং সহ-পাঠ্যক্রমমূলক ক্রিয়াকলাপ এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়গুলি ফি কাঠামো নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক। আইন আদালতগুলির এই বিষয়ে কোনও দক্ষতা নেই এবং/অথবা বিচারিক পর্যালোচনার নীতির কথা মাথায় রেখে তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতাগুলি বিবেচনা করে সর্বদা এই জাতীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সূত্র নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকে। অধিকন্তু, এই ধরনের অনুশীলন

পরিচালনা করার সময় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের জন্য তাদের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। ইসলামিক অ্যাকাডেমি অফ এডুকেশনের সাংবিধানিক বেঞ্চ যা এখানে যথাযথ আইন প্রণয়ন সাপেক্ষে লক্ষ্য করা গেছে, দুটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে, যার মধ্যে একটি হবে ফি কাঠামো নির্ধারণের জন্য। এই আদালত, টি. এম. এ. পাই ফাউন্ডেশন এবং ইসলামিক অ্যাকাডেমি অফ এডুকেশন উভয় ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘুদের এবং সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকারকে বহাল রেখেছিল যাতে ভবিষ্যতের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যুক্তিসঙ্গত উদ্‌বৃত্ত তৈরি করা যায়।

২৪, আলোচনা শেষ করার আগে, হাইকোর্ট কর্তৃক যথাযথ ফি কাঠামো নির্ধারণের জন্য বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ডি. এন. জীবরাজ বনাম মুখ্য সচিব, কর্ণাটক সরকার, (২০১৬) ২ এস. সি. সি ৬৫৩-এর পর্যবেক্ষণগুলির জন্য দরকারীভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিম্নরূপ '

"৪৩. এর সাথে আমরা আরও যোগ করতে পারি যে, যদি কোনও আদালত মনে করে যে কোনও বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ চাপের কারণে কোনও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ স্বাধীন বা নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তাহলে তাকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণগুলি উল্লেখ করতে হবে। সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম করার জন্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি সর্বদা পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং যদি কারণগুলি অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আদালতের সিদ্ধান্ত সর্বদা বাতিল করা যেতে পারে। যদি কারণগুলি যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহলে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, আদালত সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের উপর তা না ছেড়েই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে, আমাদের সতর্ক করে দিতে হবে যে আদালত যদি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা গ্রহণ করে তবে তা কেবল ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই হওয়া উচিত এবং একটি নিয়মিত হিসাবে নয়..... ।

২৫, হাইকোর্ট (১৯৮৬) ২টি এস. সি. সি. ৬৭৯ ভারতের নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক, জ্ঞান প্রকাশ, নিউ দেথি এবং অন্যটি বনাম কে. এস. জগন্নাথন এবং অন্যটি এবং (২০০০) ৮টি এস. সি. সি. ৩৯৫ বদ্রীনাথ বনাম তামিলনাড়ু সরকার এবং অন্যান্যদের উপর নির্ভর করে চারটি ভিত্তিতে টি. এফ. এ. আর. সি থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি নিজের হাতে নেওয়ার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য,

আমাদের মতে, উভয় রায়ই তাদের নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বর্তমান মামলায় বিবেচনার জন্য প্রশ্নের সাথে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। কে. এস. জগন্নাথন (উপরে) অধস্তন অ্যাকাউন্টস সার্ভিসে পদোন্নতির সাথে সম্পর্কিত। বদ্রীনাথ (উপরে) সুপার-টাইম স্কেলে পদোন্নতির দাবির সাথে সম্পর্কিত। উভয় মামলারই বর্তমান বিতর্কের সাথে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই,

যেটি ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত একটি বিধিবদ্ধ কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনৈতিক সুপারিশ সম্পর্কিত। অতএব, আমরা বর্তমান মামলার তথ্যে বিবেচিত মতামতের বিষয়ে, যা উপলব্ধ রেকর্ড থেকে প্রদর্শিত হয়েছে যে হাইকোর্ট দ্বারা নির্ধারিত চারটি ভিত্তির কোনওটিকেই বিবেচনা করা যায় না, যা হাইকোর্টের দ্বারা টিএফএআরসি-র সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার দখলের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য একটি ব্যতিক্রমী মামলা তৈরি করে।

২৬। অতএব, আমরা মনে করি যে উচ্চ আদালত আলোচনার কারণে টিএএফআরসি-র সুপারিশে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে। উচ্চ আদালতের আদেশগুলি বাতিল করা হয়েছে। ব্লক সময়কাল ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৮-২০১৯-এর জন্য ০৪.০২.২০১৭ তারিখের টিএএফআরসি-র সুপারিশ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

২৭। হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত ২৭.০৬.২০১৭ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা প্রদত্ত এবং জীবিত রাখার নির্দেশ দেওয়া ব্যাঙ্ক গ্যারান্টিগুলি সক্রিয় করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে,

২৮. আপিল অনুমোদিত। কোন খরচ নেই।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত,

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta